বাংলাদেশ দূতাবাস, হ্যানয়, ভিয়েতনাম
Embassy of Bangladesh
Hanoi Vietnam

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হ্যানয়, ভিয়েতনাম ২৬ মার্চ ২০২২

ভিয়েতনামে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন

গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার ৫১ তম বছর বাংলাদেশ দূতাবাস হ্যানয়, ভিয়েতনামে যথাযোগ্য মর্যাদায় ও বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ উদযাপন করা হয়। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ এবং বিশেষ প্রার্থনা, আলোচনাসভা এবং ডকুমেন্টারী প্রদর্শন-এর আয়োজন করা হয়। ভিয়েতনামের সিনিয়র ডেপুটি ফরেন মিনিস্টার মাননীয় নুয়েন মিন ভু প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানকে অলংকৃত করেন। ভিয়েতনাম ইউনিয়ন অফ ফ্রেন্ডশীপ অর্গানাইজেশন-এর প্রেসিডেন্ট ম্যাডাম নুয়েন ফুওং না বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ভিয়েতনাম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল মিস ট্রিন টাম-সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আরও বিশিষ্ট গন্যমান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ভারত ও সৌদিআরবের ডেপুটি চিফ অফ মিশন, পাকিস্তান ও মিশরের রাষ্ট্রদূত, কূটনৈতিক কোর-এর সদস্যবৃন্দ, প্রবাসী বাংলাদেশীগন, ভিয়েতনামের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, মিডিয়া এবং অন্যান্য সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ পালনের প্রথম পর্যায়ে দূতাবাসে প্রত্যুষে ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিজ সামিনা নাজ জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে জাতীয় দিবসের সূচনা করেন। এ সময় দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ স্বপরিবারে এবং ভিয়েতনামে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশী ও স্থানীয় অতিথি উপস্থিত ছিলেন। পরে দূতাবাসে এক বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যগন, মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ও আহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, নির্যাতিতা মা-বোন, জাতীয় চার নেতার রুহের মাগফেরাত এবং দেশের সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। এরপর মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এ দিবস উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ এর দ্বিতীয় পর্যায়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক এক বিশেষ উদযাপন অনুষ্ঠান, আলোচনা, সংবর্ধনা এবং মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। আগত অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রদূত মিজ সামিনা নাজ বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য এবং বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নের্তৃত্বের কথা তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা মুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছি। রাষ্ট্রদূত কৃতজ্ঞচিত্তে আরো স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতা সহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, মুক্তিযুদ্ধে অত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা, যারা দেশ মাতৃকার জন্য জীবন এবং নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন তাঁদের আত্মত্যাগের কথা। আরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ভারতসহ বিদেশী বন্ধুদের প্রতি যাঁরা আমাদের বিজয় অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথ ধরে, তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের গত তেরো বছরের অভূতপূর্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন। মহামারী করোনার প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সমস্যা মোকাবিলা, শিশু মৃত্যুর হার কমানোসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

প্রধান অতিথি সিনিয়র ডেপুটি মিনিস্টার নুয়েন মিন ভু তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, বঙ্গবন্ধু আজকের নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে বলে মনে করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করেন। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ এ ভিয়েতনাম সরকারের বিশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, শিপল টু শিপল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পাবে। দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২৩-এ যৌথভাবে বিশেষ আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অগ্রগতির বিষয়ক একটি প্রামাণ্য চিত্র "Bangladesh's Socio Economic Development" প্রদর্শন করা হয়।

অনুষ্ঠান শেষে আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বাংলাদেশী রসনা স্বাদে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূতের লিখিত একটি নিবন্ধ ২৬ মার্চ.২০২২ তারিখের ভিয়েতনামের জাতীয় দৈনিকে Vietnam News-এ প্রকাশ করা হয়।

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH HANOI

মুজিববর্ষের কূটনীতি, প্রগতি ও সম্প্রীতি

Villa no. D6B-05, Vuon Dao Compund, Subway-675, Lac Long Quan, Tay Ho, Hanoi, Vietnam
Tel: (+84-024) 37716625, Fax: +(84-024) 37716628, E-mail: mission.hanoi@mofa.gov.bd